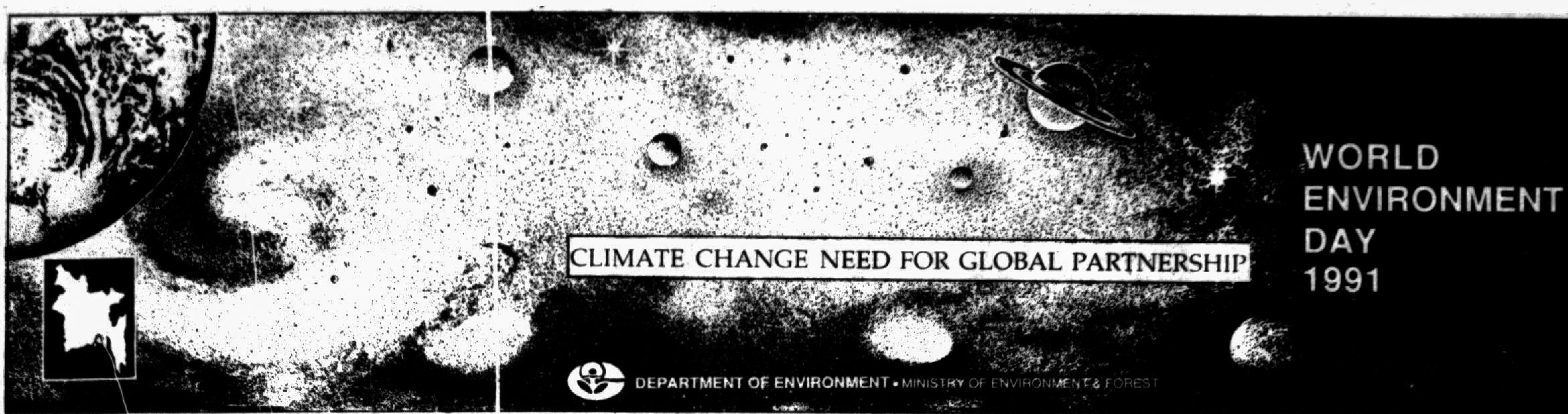

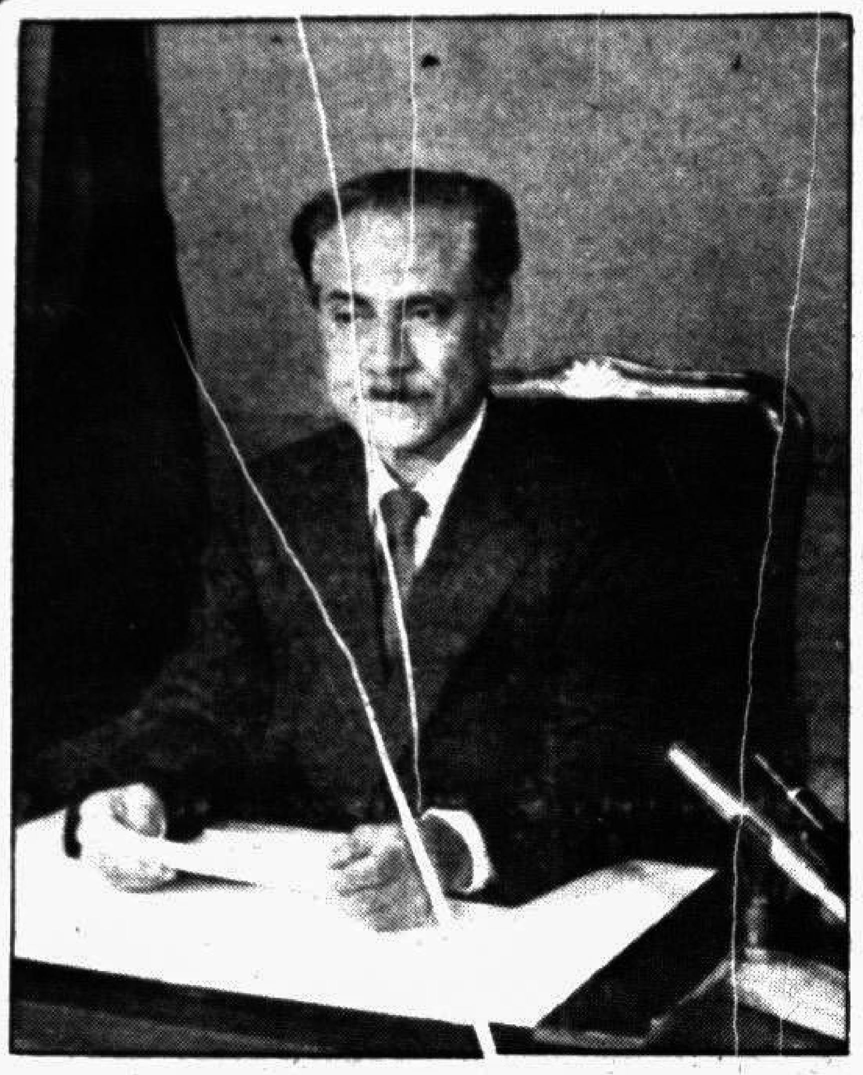

বাণী

"আবহাওয়া পরিবর্তন মোকাবেলায় চাই বিশ্ব উদ্যোগ"- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশসহ প্রতিটি দেশে আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণের ফলে উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে এই প্রতিপাদ্য বিষয় অত্যন্ত সময়োচিত ও প্রাসঙ্গিক। পরিবেশ দূষণের সব কারণই মনুষ্যসৃষ্ট। তাই পরিবেশ রক্ষায় অধিকতর আন্তর্জাতিক সচেতনতা ও সহযোগিতা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে মানবতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে অবশ্যই জোরদার করবে। তাতে তিলে তিলে গড়ে ওঠা আমাদের এই সভ্যতা রক্ষা পাবে এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতও নিশ্চিত হবে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে পরিবেশ দূষণ বন্ধ করা এবং পরিবেশ উন্নত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। একদিকে গাছপালার নির্বিচার নিধন রোধ করে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীকে জোরদার করতে হবে। অন্যদিকে অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং শিল্প-বর্জ্য অনিয়ন্ত্রিত ও যত্র-তত্র পরিত্যাগ করার মতো অপরিণামদর্শী তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। সাম্প্রতিক কালে দেশে প্রলয়ংকরী বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ঘুর্ণিঝড়ের মত উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পটভূমিতে এ বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণকে সক্রিয় হতে হবে।

পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই এই বিপর্যয় রোধে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবস সর্ব পর্যায়ে এ সম্পর্কে যথার্থ সচেতনতা সৃষ্টি করলে খুশী হব।

সাহাবুদ্দীন আহমেদ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

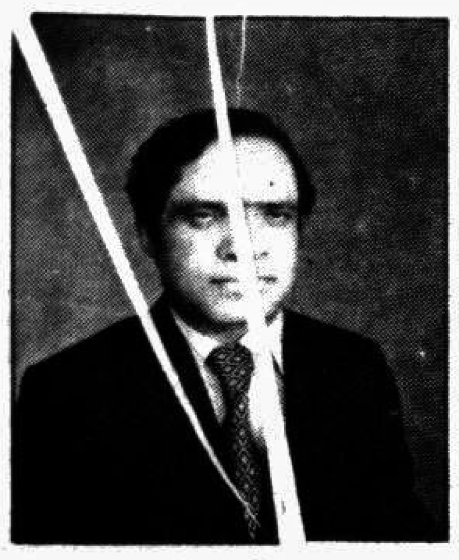

বাণী

বাংলাদেশে পরিবেশ সচেতনতা একটি সাম্প্রতিক ভাবনা। এতদসত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সম্পর্কিত গভীর উদ্বেগ ও ব্যাপক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশ্বের সকল দেশের সংগে একাত্মতা ঘোষণা করে অন্যান্য বছরের মত এই বছরও আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করছি। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী এই বছরের পরিবেশ দিবসের মূলভাব হিসাবে "আবহাওয়া পরিবর্তন মোকাবেলায় চাই বিশ্ব উদ্যোগ" নির্ধারণ করেছে।

পরিবেশের কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নাই। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী সমন্বিত ও যুগপৎ উদ্যম, উদ্যোগ ও সহযোগীতা।

উন্নয়নশীল দেশ হলেও পৃথিবীর অন্য সব জনগোষ্ঠীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই বিষয়ে আমরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারি। প্রতিটি মানুষের একটু সচেতনতা, সামান্য প্রচেষ্টা আমাদের পরিবেশ ও জীবনকে আরও সুন্দর ও অর্থবহ করে তুলতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করার উদ্দেশ্যে একটি নূতন মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তরকে এই উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণ ও পূণর্বিন্যাস করা হচ্ছে।

পরিবেশনীতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে। দেশব্যাপী ব্যাপক বনায়ন, পরিবেশগত উন্নয়ন এবং উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া প্রতিরোধের জন্যও পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

শুধু সরকারের একার পক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিশাল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়। সর্বস্তরের জনগণ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এই উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের পরিবেশ ও প্রতিবেশ আরও সুন্দর ও বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই হোক আমাদের সুদৃঢ় অংগীকার।

মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

SIGNIFICANCE OF WORLD ENVIRONMENT DAY
5th June, 1991

Dr. M. A. H. Pramanik
Director General
Department of Environment.

The World Environment Day (WED) is being ovserved all over the world on the 5th June, every year since the epoch making and historic Stockholm declaration of 1972 on human environment. Bangladesh is also observing the day this year in the midst of unprecedented and devastating cyclone and storm surge of 29-30 April 1991 causing havoc in terms of loss of life, property and other environmental, ecological and socioeconomic consequences.

It may be mentioned that an International seminar was held in Faun city near Geneva in 1971 on human environment. This seminar was arranged with the initiative from UN Secretary General. Then the 1972 UN conference on human environment was held in Stockholm, as a result of resolution taken in 27th session of the UN General Assembly. This conference brought the industrialized and developing nations together to delineate the rights of the human family to a healthy and productive environment and the adopted declaration asked for environmental protection and coordinated efforts among all countries towards this goal. It was decided in the same conference to observe every year 5th June as World Environment Day for creating awareness among the people on protection of environment and its management. A series of such meetings followed later on in various parts of the world on the rights of people to adequate food, to sound housing, to safe water, to access to means of choosing the size of their families.

This year UNEP has adopted "Climate Change: Need for Global Partnership" as the theme of the Day. This bears significance to the world community in general and Bangladesh in particular. This theme is timely and appropriate because of possible global climatic changes and their consequences all over the world. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) working groups on scientific analysis (WG1), impacts (WG11) and response strategies (WG111) were established in November, 1988.

Since then a series of meetings and deliberations have described the environmental and socioeconomic implications of possible climatic changes over the next decades caused by increesing concentrations of greenhouse gases. Attempts are also being made to suggest appropriate actions to cope with the situations considering the issue of timing and rates of change. This is a global attempt and needs global partnership.

Bangladesh is a disasterprone country. The physiography, morphology and other natural conditions have made her vulnerable to disasters and environmental hazards like cyclones, storm surges, floods, droughts, nor'westers, tornadoes and other manmade/natural calamities. The effects caused by them singly or in combination with one another may result in direct loss of life and physical property causing threat to the economic development of the country. The situation has been complicated by environmental degradation due to overpopulation, widespread deforestation, industrial and other pollution, over exploitation of natural resources and havitats etc. The net effects of natural and manmade activities are, among other things, that increase in the atmospheric greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons (CFC), and the global depletion of ozone layer. The causes and effects of these phenomena are so interrelated that a vicious cycle is going on endangering the life of more than 5 billion people and innumerable plants and animal species on the planet earth by massive degradation of the environment and ecological imbalance. Though Bangladesh has suffered from natural calamities since time immemorial but recent events are of more frequent, larger magnitude and severe intensity. A concerted and integrated effort is needed to combat disasters at national, regional and international levels.

The importance of this day will be highlighted just by mentioning some brief activities and the subject areas identified by the global community and the United Nations Environment Programme (UNEP). These are human settlement, environmental health, ecosystem, desertification, conservation, soil and water, energy, natural disasters, environment and industry, environment and development, environmentally sound and appropriate technologies, seas and oceans etc. These wide range of fields/subject-areas need indepth study and research and to undertake actionoriented and supporting measures through information, education, training, technical assistance, pilot projects, environmental management, environmental laws etc. These could be achieved through multiphase approach and national, regional and international cooperation and support. The actionoriented environmentally sound and sustainable development plan has been initiated in Bangladesh. The impact of environment is being assessed in all development activities in a more systematic and scientific mode using standard Environmental Impact Assessment (EIA) procedure. Industrial guidelines and environmental quality standards are being formulated.

Bangladesh environmental actionplan includes specific actions in the fields of agriculture, industry, health & sanitation, energy and fuel, water development, flood control & irrigation, land use, forest, wild life, biodiversity, fish & livestocks, coastal & marine environment, communication and transport, housing & urbanization, population, public awareness, education & research, legal framework, institutional arrangement etc. Environmental policy and relevent legislation/laws are being formulated for better management, protection & preservation of our environment. The existing environment pollution control ordinance, 1977 (Ordinance No. XIII of 1977) provides for the control, prevention and abatement of the pollution of the environment of Bangladesh. To make the law more comprehensive and the penalties more stringent a new revised ordinance named "Bangladesh Environment Preservation Ordinance" is under consideration for approval from competent authority and is expected to be promulgated soon.

The philosophy of "think globally and act locally" is to preserve the planet earth which is the source and sink of all natural and manmade activities. The maintenance of balance is the key issue regarding environmental and ecological point of view. As such all manmade activities be designed to take into account the consequences of environmental hazards. Natural disasters can not be stopped but better scientific understanding of the problem, early warning and dissemination, elaborate preparation, effective management etc. could mitigate the sufferings of the people and reduce loss of life and property to some extent. Modern science & technology could play a vital role in this respect.

Bangladesh has observed 1990 as the Year of Environment and is observing 1990's as the Decade of Environment. The United Nations(Resolution No. 42/169 of December 1987) is also observing 1990's as the International Decade of Natural Disaster Reduction (IDNDR) with a view to reduce the risks and losses caused by natural disasters and to undertake adequate protecting and prevention measures to combat the disasters and to reduce the suffering of the people on global basis within the framework of action for IDNDR. Bangladesh is synchronizing some of its activities throught cooperation.

Bangladesh is planning to participate in the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) to be held in Brazil in June 1992. An interministrial Committee is preparing the Country Report for presenting in the conference. Bangladesh is associated with various regional and international bodies/agencies related to environment activities. These include United Nations Environment Programme (UNEP), South Asian Cooperations of Environment Programme (SACEP), International Environmental Information System (INFOTERRA), Global Environmental Monitoring System (GEMS), Environmental Unit of ESCAP.

This WED be celebrated today with a wideangle vision by the world community to resolve the burning issues of overpopulation, deforestation, environmental degradation, Ozone layer depletion, global warming, sea level rise etc. To save the humanity from catastrophe. It is felt that the frequent disasters in Bangladesh with larger magnitude and severe intensity are associated with these global issues but to assess the impacts scientific studies, experimentation and research is very much essential. The technical knowhow, human resources development and financial support is needed to undertake elaborate programmes. It is hoped that the world community will take appropriate steps in this respect on this auspicious day so that human heritage is preservad and borrowed fragile planet earth is handed over to our future generations in an environmentally sound and sustainable condition. This is prerequsite for our survival and our future options could be follows : -

- to use energy more efficiently
- to shift from fossil fuels to renewable sources such as wind, geothermal and solar.
- to halt deforestation and to limit emission of carbon dioxide and other greenhouse gases.
- to slow down population growth and to stabilize in the future.
- to create pollution-free environment.
- to plant trees and to take care of them.
- to strengthen global partnership and international cooperation for pollution freeenvironment and balanced society :

These activities will help us to lead a happy and prosperous life for all.

বাণী

পরিবেশের সার্বিক মানের উপর আমাদের তথা সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির অস্তিত্ব নির্ভরশীল। পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ দূষন এবং অবক্ষয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্প্রতি বাংলাদেশেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, ঝড়, সাইক্লোন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা ইত্যাদি অতীতের চেয়ে অনেক বেশী তীব্রতা নিয়ে বার বার আঘাত হানছে আমাদের দেশে। সাধারণভাবে সারা বিশ্বে পরিবেশ ও আবহাওয়ার পরিবর্তনও এর একটি কারন।

আমাদের দেশে এবং সারা পৃথিবীব্যাপী পরিবেশগত পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই বছরে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী ঘোষিত মুলভাব 'আবহাওয়া পরিবর্তন মোকাবেলায় চাই বিশ্ব উদ্যোগ'- তাই বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দারিদ্র, জনসংখ্যা বিস্ফোরন, রোগ-ব্যাধি, নিরক্ষরতা ইত্যাদি সমস্যা পরিবেশের সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই এদেশে পরিবেশ সংরক্ষন এবং সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে একই সংগে সুসামঞ্জস্যপুর্ন ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমাদের দেশে বনরাজির অবক্ষয় রোধ, ব্যাপকভিত্তিক বনায়ন, শিল্প দূষন রোধ, শহর অঞ্চলে যানবাহনের ধোঁয়া হ্রাস, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, গ্রামাঞ্চলে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুপেয় জলের ব্যবস্থাকরন তথা জনগনের মধ্যে পরিবেশগত সচেতনতা সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট কর্মপ্রয়াসের সাফল্যকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের দেশ তথা সারা বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, দূষনমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলি।

আবদুল্লাহ-আল-নোমান
প্রতি মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করছি। এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূলভাব হচ্ছে— "আবহাওয়া পরিবর্তন মোকাবেলায় চাই বিশ্ব উদ্যোগ"। বাংলাদেশে এবার সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে এই মূলভাব বিশেষ অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবেশ কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা বা রাষ্ট্রীয় সীমান্ত মেনে চলে না। পরিবেশ সংরক্ষণে চাই সম্মিলিত বিশ্ব উদ্যোগ। পরিবেশের অবক্ষয় রোধ বা আবহাওয়া পরিবর্তনের মোকাবেলায় তাই সকল জাতির সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াস আবশ্যক।

আমরা আমাদের জনগণের জন্য একটি সুখী ও সুন্দর বর্তমান এবং আরো উন্নত ও অধিক নিরাপদ ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ অপরিহার্য। নিজ নিজ পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুন্দর ও নিরাপদ করে তুলতে জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত দায়িত্বও রয়েছে। বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ, গণস্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন ও সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার অগ্রাধিকার পাবে।

আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও উন্নয়নে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী সরাসরি ও প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে পারে। আমি তাই আজ আমার দেশের ১১ কোটি মানুষের কাছে আবেদন জানাই, আপনারা প্রত্যেকে আজকের এই দিনে অন্ততঃ একটি করে গাছের চারা রোপন করে তা, পরিচর্যা ও লালন করে দেশকে উপহার দিন সুন্দর ও সবুজ পরিবেশ। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এ-ই হবে আজকের দিনে আমাদের শ্রেষ্ঠ উপহার।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সাফল্য কামনা করছি।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার